যুগান্তর

তারিখ ... 17 OCT 2007 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমস্যায় জর্জরিত পবিপ্রবি শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

দুমকি প্রতিনিধি

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট, শ্রেণীকক্ষের অভাব, গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় উপকরণ না থাকা ও কম্পিউটার ল্যাবে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ থাকায় কম্পিউটার প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা জানান, ২০০৩-০৪ সেশনে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কম্পিউটার প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিভাগের অনুকরণে ও একই কোর্স কারিকুলামে এ অনুষদটি চালু করা হয়। ২০০৪ সালের জানুয়ারিতে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ৫০ শিক্ষার্থী ভর্তি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু শিক্ষক সংকট থাকায় ক্লাস শুরু হওয়ার তারিখ ঘোষণা হলেও যথাসময়ে ক্লাস শুরু করা সম্ভব হয়নি। ফলে হতাশ হয়ে ঘরে ফিরতে হয় শিক্ষার্থীদের। ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলনে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল হান্নান ভূঁইয়াকে সরিয়ে নেয়া হলে অনুষদটি চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দীর্ঘ ছয় মাস অপেক্ষার পর ২০০৪ সালের ১৫ জুলাই ক্লাস শুরু হয়। শুরুতেই তীব্র শিক্ষক সংকট, ক্লাসরুম সংকটসহ বিভিন্ন সমস্যায় অনুষদটির একাডেমিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ-উজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি কম্পিউটার প্রকৌশল ও প্রযুক্তি (সিএসই) অনুষদের উন্নয়নে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি এ অভিযোগে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নামে। টানা এক মাস আন্দোলনের পর উপাচার্য ছাত্রছাত্রীদের দাবি মেনে নিলেও নোটিশ করেছেন অনুষদটির শিক্ষার্থীরা।

নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, বিগত চারদলীয় জোট সরকারের শেষ সময়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ-উজ্জামানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ হতে সরিয়ে নিয়ে কৌশলগত অধ্যাপক ড. আবদুল লতিফ মাসুমকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে মাসিক বৃত্তি প্রদান, কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ ও গবেষণাগারের জন্য কিছু উপকরণ ক্রয় করেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ বরাদ্দ, ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান ও সমৃদ্ধ গবেষণাগার স্থাপনের বিষয়ে তিনি কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

অনুষদ সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে অনুষদটির ৪টি ব্যাচের ৫০টি কোর্স চালু থাকলেও প্রভাষক পদমর্যাদার শিক্ষক রয়েছে মাত্র ১০ জন। এদের মধ্যে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগে ২ জন, কম্পিউটার ও যোগাযোগ কৌশল বিভাগে ২ জন, তড়িৎ কৌশল বিভাগে ১ জন, পদার্থ বিজ্ঞান ও যন্ত্র কৌশল বিভাগে ১ জন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে ২ জন এবং গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগে ২ জন শিক্ষক রয়েছে। তাছাড়া এদের মধ্যে দু'জন শিক্ষক শিক্ষা ছুটিতে থাকায় প্রকট শিক্ষক সংকট দেখা দিয়েছে। প্রত্যেকে প্রতিটি ব্যাচের চার থেকে পাঁচটি কোর্স নেয়ার পর অবশিষ্ট কোর্সগুলো চলে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ও কৃষি অনুষদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকদের দ্বারা।

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের একাধিক শিক্ষক জানান, গত সেমিস্টারে একটি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট সম্পর্কিত কোর্স থাকার পরও ইন্টারনেট সুবিধা না থাকায় ঠিকভাবে কোর্সটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। মোট শিক্ষক ১০ জন হলেও প্রকৃতপক্ষে কম্পিউটার প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ের শিক্ষক ৭ জনের মধ্যে ২ জন শিক্ষা ছুটিতে থাকায় অনেক কোর্সই ঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না। যার ফলে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল লতিফ মাসুম জানান, ইতিমধ্যেই শ্রেণীকক্ষ ও আবাসন সংকট নিরসনে নতুন একাডেমিক ভবন, হল নির্মাণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৫৫ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া গবেষণাগার স্থাপনের জন্যও ৫ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।